হয় নাই। কারণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথুমহারাজ পৃথিবীদোহন করিয়াছিলেন, আর চাক্ষুর মন্বন্তরে হিরণ্যকশিপু হইতে শ্রীপ্রহ্লাদের জন্ম হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে—শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ প্রহ্লাদ একজন আছেন, সেই প্রহ্লাদই চাক্ষুষ মন্বন্তরে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন এবং তিনিই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বৎস হইয়া পৃথিবী দোহনকার্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। অতএব এস্থলের সিদ্ধান্ত এই যে—নিজ নিজ ধামে নিত্যই শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি নিত্যপরিকর সঙ্গে বিহার করেন। যখন এই প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া বিহার করেন, সেই সময় তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য মৈন্দদ্বিবিদ প্রভৃতির শক্তিতে আবিষ্ট সাধারণ জীবও প্রকট হইয়া থাকে। তাহারা নিত্যসিদ্ধ মৈন্দদ্বিবিদ হইতে পৃথক, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহে। লৌহে অগ্নিশক্তির তাদাত্ম্যের মত কোনও কোনও জীবে উক্ত পার্ষদগণের শক্তি তাদাত্মাপন্ন হয়। তজ্জন্য উক্ত জীবসকল সেই সেই পার্ষদগণের নামে অভিহিত হয় এবং তাহাদেরই মত নিজ নিজ ইষ্টদেবতার আনুকুল্য আচরণ করে। কিন্তু ঐ শক্ত্যাবেশবিশিষ্ট জীবসকল নিত্যলীলার নিত্যপরিকর নয় বলিয়া অসৎসঙ্গদোষে অন্যপ্রকার স্বভাববিশিষ্টও হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের প্রকটলীলার পরিকর মৈন্দদ্বিবিদ প্রভৃতি সুগ্রীবাদি ভগবদ্ভক্তগণের দ্বেষকারী বালি প্রভৃতির সঙ্গদোষে এবং উত্তরকালে অর্থাৎ শ্রীরামলীলা অপ্রকটের পরে ভগবানের দ্বেষকারী নরকাসুর প্রভৃতির সঙ্গদোষে দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট হইয়াছিল—ইহাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবান মানবনেত্রের গোচর হইয়া যখন বিহার করেন, তখন প্রপঞ্চলোকের সঙ্গে নিত্যসিদ্ধ পরিকরের একটা মিশ্রণ ভাব থাকে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-উপাসনাতেও যে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির আবরণত্ব শুনা যায়, তাহা কিন্তু ভগবানেরই শক্তিবিশেষরূপ বিমলা প্রভৃতি যেমন অন্তর্দ্ধানরূপে আছেন, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিকেও সেইরূপ বিশুদ্ধভক্তগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। যেমন শুদ্ধভক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদা প্রভৃতির চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের চরণস্থিত চিহ্নরূপেই ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নাই, কিন্তু প্রিয় আয়ুধধারণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে যে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন আছে, সেই ভাবনায় ধারণ করিয়া থাকে। যেমন দ্বারের ভিতরে দুইপার্শ্বে শ্রীগঙ্গাযমুনা পূজিত হয়েন। তাহাতে সাধকের মনে উঠিতে পারে—শ্রীবৃন্দাবনে তো গঙ্গা নাই! তবে কেমন করিয়া দ্বারের ভিতরে গঙ্গাপূজার সম্ভব হয়? তাহার সমাধান এই যে—শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতের মস্তকে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মানসগঙ্গাকেই গঙ্গা মনে করিয়া পূজা করে। পূজার অঙ্গরূপে যে বিষ্বকসেনাদির কথা উল্লেখ আছে,